

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ড্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৪

আপীল নম্বর: ড্যাট-১৯৭/২০২১

নথি নং-সিইভিটি/কেইস(ড্যাট)-১৯৭/২০২১/

তারিখ: ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য

১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য-টেকনিক্যাল

২। মিয়াজী শহিদুল আলম চৌধুরী, সদস্য-বিচার

১। আপীলকারী/আবেদনকারী

: সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড ৩৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ

: কমিশনার বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি

: উপস্থিত।

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি

: উপস্থিত।

৫। মামলার শুনানী গ্রহনের তারিখ

: ২৬-৬-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৬। মামলার রায় প্রদানের তারিখ

: ১০-৮-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ প্রদানকারীর বর্ণনা

: কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৫-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৮.২১/২৯১৫।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র

: মূলনথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৮.২১।

ট্রাইব্যুনালের আদেশ

কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৫-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৮.২১/২৯১৫ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীলটি দায়ের করেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২. সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদের দাখিলপত্র যাচাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মোতাবেক আইন ও

বিধি-বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা কর নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপকে শুনানীতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে (কোভিড-১৯) সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের কারণে শুনানী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে গত ২৩-৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপকে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপকে প্রতিিনিধি লিখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। লিখিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ উল্লেখ করেন যে, 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ পরিবহণ সেবা খাত রেয়াতযোগ্য ছিল। অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ৯০ নং আইন) এ

পরিবহন সেবাখাত রেয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবর্তী সময়েও সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডকে পরিবহন সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এই কারণে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক ৪.৩) তে পরিবহন সেবা অন্তর্ভুক্ত করে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করে। আলোচ্য দাখিলপত্র, পরীক্ষা প্রতিবেদন, শুনানীতে প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির প্রদত্ত বক্তব্য এবং এলটিইউ এর প্রতিনিধিগণের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ছিল না; কারণ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিবহন সেবার বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের কোন বিধান ছিল না; আবার জুলাই/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদে পরিবহন সেবার বিপরীতে ৮০% রেয়াত গ্রহণের বিধান ছিল। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ উভয় মেয়াদেই পরিবহন খাতে ১০০% রেয়াত গ্রহণ করেছে। অতএব, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপের বিরুদ্ধে আনীত/উত্থাপিত ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত আপত্তি সঠিক ছিল। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ করমেয়াদে ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা রেয়াতের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) অনুসারে দাবীনামাটি চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ উক্ত কর নির্ধারণী নোটিশে ১,৪৯,০৭০ টাকা বেশী কর নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে নির্ধারিত করের পরিমাণ সংশোধনপূর্বক সংশোধিত কর নির্ধারণী নোটিশ জারির অনুরোধ জানিয়ে গত ২০-৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আপত্তিটি আমলে নিয়ে এলটিইউ কর্তৃক অধিকতর স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত কর নির্ধারণের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে ২৯-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শুনানীর দিনপূর্ণ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লিখিত বক্তব্য দাখিলপূর্বক লিখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। লিখিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ উল্লেখ করেন যে, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহন সেবাখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত রেয়াত এবং একই সময়ে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক কর্তৃক সরবরাহকৃত সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের বিশেষ প্রতিবেদনের মধ্যে সমন্বয় করলে ১,৪৯,০৭০ টাকার পার্থক্য পরিলভি হয়। ফলে ধার্যকৃত কর ৩৭,০৭,১৬০.০০ টাকা থেকে পার্থক্যজনিত কর ১,৪৯,০৭০.০০ টাকা বাদ দিয়ে ৩৫,৫৮,০৯০.০০ টাকা নির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। তদুপরি, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,

২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ এ উপকরণের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৩/মূসক/২০১৯ তারিখ ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উপকরণের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত পণ্য/সেবাসমূহের বিপরীতে মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত আদেশে পরিবহন খাত অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ পরিবহন সেবাখাতে রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা- ৪৬(৩)(ঘ) অনুসারে পরিবহন সংক্রান্ত সেবা ক্রয়ে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না, তবে তার মধ্যে পরিবহন সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ সেবাসমূহ করযোগ্য যথা: (ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (তাপানুকূল) বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সার্ভিস (খ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী (গ) শিপিং এজেন্ট (ঘ) ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স (ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্য পরিবহন ব্যতীত) (চ) কুরিয়ার সার্ভিস (ছ) চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া। বর্ণিত (ক) - (চ) পর্যন্ত ৭টি সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে এবং এগুলো পরিবহন সেবা এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডের ক্রমিক ৫ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর বন্ধনীস্থিত বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পরিবহন খাতে পরিশোধিত উপকরণ করের উপর রেয়াত গ্রহণে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই মর্মে তারা উল্লেখ করে পরিবহন সেবাখাতে গৃহীত রেয়াতের উপর কর নির্ধারণী নোটিশ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। আলোচ্য দাখিলপত্র পরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিবহন ঠিকাদার খাতটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রবর্তনের অর্থবৎসরে অর্থাৎ ১লা জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ শে জুন/২০২০ মেয়াদে রেয়াতযোগ্য ছিলনা। মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা ৩ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না যদি উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে পরিবহন ঠিকাদার খাতের ৮০% রেয়াতযোগ্য করা হয়। প্রতিষ্ঠান উভয় বছরেই রেয়াত গ্রহণ করেছে যার হিসাব গণনায় জুলাই/২০১৯, সেপ্টেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মাসের গানিতিক ত্রুটি থাকায় ১,৪৯,০৭০ টাকা বেশী দাবী করা হয়েছিল। অতএব, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩১ এর বিধান মোতাবেক জারীকৃত কর নির্ধারণী নোটিশে উল্লিখিত পাওনা দাবীর পরিমাণ সংশোধনপূর্বক ৩৫,৫৮,০৯০ (পয়ত্রিশ লক্ষ

আটাল হাজার নব্বই) টাকা চূড়ান্ত করে আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশে সুদ্ধ হয়ে আপীলকারীপত্র অত্র আপীলাত ট্রাইবুনালে এ আপীলটি দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

১। বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ আইন ও বিধিসম্মত হয়েছে কিনা?

২। আপীলকারী পক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা

বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২:

৩. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহণ করা হলো। নথিতে দাখিলকৃত উভয় পত্রে কাগজপত্র এবং বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হলো।

আপীলকারীপক্ষের বক্তব্য

৪. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আবেদন করেন যে, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রণয়নকৃত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বিধিবিধান প্রতিপালনে সঙ্গত সচেতন। এজন্য, ২০১৯ জুলাই-এ, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বলবৎ হবার পূর্বে, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০, সেপ্টেম্বর বৃহৎ করদাতা ইউনিট মূল্য সংযোজন কর কমিশনার মহোদয় বরাবর পত্র দিয়ে ই-মুসক নম্বরে কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ/নির্দেশনা চাওয়া হয়। যদিও, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মুসক থেকে এ বিষয়ে কোন দিক পরামর্শ/নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বলবৎ হবার পর সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ০৮, জুলাই মুসক নিবন্ধনপত্র পাবার জন্য আবেদন করে। আবেদন করার ১০৫ দিন পর, ২১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসক নিবন্ধনপত্র প্রদান করা হয়। জুলাই ২০১৯ সময়ে নতুন নিবন্ধনপত্র না পাওয়ায় সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, পূর্বের মুসক নিবন্ধন নম্বর ১৭১৫১০০০২১৮ উল্লেখ করে বিভাগীয় দপ্তরে দাখিলপত্র (মুসক-৯.১) জমা দেয়।

৫. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আবেদন করেন যে, জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ সময়ে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ৩,৪৫০, ১৫০ টাকার রেয়াত গ্রহণ করে। জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ৮,৯৮,৩৮০ টাকার রেয়াত গ্রহণ করে।

৬. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আবেদন করেন যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা - ৪৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে সেত্রে ব্যতীত পরিবহন সেবার উপর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। সেজন্য বৃহৎ করদাতা ইউনিট, জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক পরিবহন সেবার উপর গৃহীত রেয়াত বাতিল করে। অর্থ আইন ২০২০ এর ধারা ৬১ (খ) বলে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এর ধারা - ৪৬ এর উপ-ধারা (২) (ঘ) প্রতিস্থাপিত হয়, যে পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মুসক পরিবহন সেবা খাতে গৃহীত ৩,৫৫৮,০৯০ টাকা রেয়াত বাতিল করে।

৭. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আবেদন করেন যে, আইন ও বিধিমালায় উপকরণের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। সাধারণ আদেশ নং- (২৩/মুসক/২০১৯ তারিখ ২৬-১০-২০১৯ এর মাধ্যমে উপকরণের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত পণ্য/সেবাসমূহের বিপরীতে মুসক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত আদেশে পরিবহন সেবা খাত অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ পরিবহন সেবাখাতে রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন ২০১২ এর ধারা - ৪৬ (২) (ঘ) অনুসারে পরিবহন সংক্রান্ত সেবা ক্রয়ে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। তবে তার মধ্যে পরিবহন সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ সেবাসমূহ করযোগ্য যথাঃ

(ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (তাপানুকূল) বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সার্ভিস

(খ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী

(গ) শিপিং এজেন্ট

- (ঘ) ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস
 (ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্য পরিবহন ব্যতীত)
 (চ) কুরিয়ার সার্ভিস
 (ছ) চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া বর্ণিত (ক)-(চ) পর্যন্ত ৭টি সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে এবং এগুলো পরিবহন সেবা এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডের ক্রমিক ৫ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর বন্ধনীস্থিত বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে।

৮. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬(১)(গ) অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬(১)(ঙ) অনুসারে ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬(১)(চ) অনুসারে মূসক চালান-৬.৩ সঠিক আছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬(১)(ড) অনুসারে উপকরণ-উৎপাদ সহগে পরিবহন ঠিকাদারের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপকরণ-উৎপাদ সহগে পরিবহন ঠিকাদারের ব্যয় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিভাগীয় দপ্তর কোন আপত্তি প্রদান করে নাই।

৯. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬ (২)(ঘ) এ উল্লেখ আছে উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত হলে রেয়াতযোগ্য হবে না। কিন্তু পরিবহন সেবা বলতে কি বুঝায় তা প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডে ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ৫ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর বন্ধনীস্থিত বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে।

১০. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডের ৫ এর (খ) তে পরিবহন ঠিকাদারকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে এবং এস আর ও নং-১৮৬ আইন ২০১৯/৪৩-মূসক এর মাধ্যমে - ০৪৮.০০ অংশে পরিবহন ঠিকাদারের ব্যাখ্যা/সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

১১. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহন সেবার বাইরে থাকা, পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে রেয়াত নিয়েছে। যা আইনানুগ। একইভাবে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় রেয়াত গ্রহণ করেছে এবং ২০২০ সালের জুলাই থেকেও কোন বাধা ছাড়াই পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে রেয়াত গ্রহণ করেছে। ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরে কাঁচামাল আমদানিতে/ ম্যাটেরিয়াল ক্রয়ে পূবের" মতোই এবং পরবর্তী সময়ের মতোই পরিবহন ঠিকাদারের সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে মূসক রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে।

১২. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, মূসক রিটার্ন দাখিল করার সময়ে বা পরবর্তী কর মেয়াদ সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস থেকে কোন আপত্তি প্রদান করা হয় নাই। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের আদেশ প্রদান করা হয়। সেই মতো সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড অন লাইনে রিটার্ন দাখিল করে। যদি পরিবহন ঠিকাদারের সেবা গ্রহণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত আইন বহির্ভূত হতো তাহলে কোন মতোই অনলাইনে পরিবহনখাতে রেয়াত গ্রহণ করে রিটার্ন প্রদান সম্ভব হতো না। যান্ত্রিকভাবেই আমাদের গৃহীত রেয়াত গৃহীত হতো না বাতিল হতো। যেহেতু পরিবহন সেবাখাত এবং পরিবহন ঠিকাদারের সঠিক ব্যাখ্যাটি রাজস্ব বোর্ড থেকে অনলাইন ভ্যাটকে দেয়া হয়েছে, সেহেতু সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড বাধাহীনভাবে পরিবহন ঠিকাদারের সেবার বিপরীতে গৃহীত রেয়াত গ্রহণ করতে পেরেছে।

রেসপনডেন্টপক্ষের বক্তব্য

১৩. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে নিবেদন করেন যে, আপিলকারী তার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বর্ণনায় শুরুতেই নিজেকে আইন এর বিধি-বিধান প্রতিপালনে সদা সচেষ্ট মর্মে দাবী করেছেন। আপিলকারীর উক্ত বক্তব্য সঠিক হলে আলোচ্য আদেশের উদ্ভব হতো না। আপিলকারী এখানে তর্কিত আদেশ এর প্রসঙ্গ হতে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন যা ই-মূসক নম্বর বা মূসক নিবন্ধন নম্বর বিষয়ক যা আলোচ্য আপিলের সাথে অপ্রাসঙ্গিক।

১৪. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারীর উপস্থাপনা তথ্য বিষয়ক ও সংশ্লিষ্ট যা তর্কিত আদেশে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট (মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ ০০০০০০৭৮৭ - ০০০৪) ঝামুর, রাজফুলবাড়িয়া, সাভারে অবস্থিত যা বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষে আওতাধীন হিসেবে নিবন্ধিত। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৮ এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত একজন মুসক কর্মকর্তা হিসাবে একই আইনের ধারা ৭৯ এর মতাবলে রেসপনডেন্ট আপিলকারীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মতাপ্রাপ্ত। সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিপরীতে গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ ছিলো ৩৪,৫০,১৫০ টাকা এবং জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে ছিলো ৮,৯৮,৩৮০ টাকা। আপিলকারীর প্রতিষ্ঠানের জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদের বিশেষ নিরীা এর লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষে কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক নিরীা প্রতিবেদন অনুযায়ী আইন ও বিধি বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩৭,০৭,১৬০ টাকা কর নির্ধারণের লক্ষ্যে বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কর নির্ধারণের লক্ষ্যে নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৪.২১/৭০৫ তারিখঃ ২৮-৩-২০২১ দ্বারা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে শুনানিতে আহবান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ করোনা ঘটিত লকডাউন শেষে ২৩-৮-২০২১ তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে পরিবহন সেবা খাতে গৃহীত রেয়াত ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করে বাধিত করার অনুরোধ করেন। প্রতিষ্ঠানের বক্তব্যের আলোকে বিজ্ঞ কমিশনার মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ৩৭,০৭,১৬০ টাকা কর নির্ধারণ করে নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৪. ২১/২১৮৪ তারিখঃ ৬-৯-২০২১ এর দ্বারা কর নির্ধারণী নোটিশ জারী করেন। উক্ত কর নির্ধারণী নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠান কর্তৃপ ২০-৯-২০২১ তারিখে বিজ্ঞ কমিশনার বরাবর ১,৪৯,০৭০ টাকা বেশি কর নির্ধারণ হয়েছে মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে নির্ধারিত করে পরমাণ সংশোধনপূর্বক সংশোধিত কর নির্ধারণী নোটিশ জারীর অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে

শুনানিতে আহবান করা হয় এবং ২৯-১১-২০২১ তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে বক্তব্য আমলে নিয়ে বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩১ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক দাবীকৃত কর এর পরিমাণ ৩৫,৫৮,০৯০ টাকা নির্ধারণ করে কর নির্ধারণী নোটিশ নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৭১.০১. ০০৪.২১/২৯১৫ তারিখ ১৫-১২-২০২১ জারী করা হয়।

১৫. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী আইনের যে বিধান অনুযায়ী উক্ত মুসক দাবী করা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রবর্তনের বছরে উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপধারা ৩ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না যদি উক্ত অর্জন পরিবহণ সেবা সংক্রান্ত হয়। অর্থ আইন ২০২০ এর দ্বারা ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিবহণ সেবা খাতে ৮০% মুসক রেয়াতযোগ্য করা হয়। আপিলকারী কর্তৃক গৃহীত রেয়াত সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বলবৎ আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে বাতিল করা হয় যার পরিমাণ ৩৫,৫৮,০৯০ টাকা।

১৬. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী কর্তৃক আইন ও বিধিমালায় উপকরণের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি মর্মে যে দাবী করা হয়েছে তা অসত্য। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (১৯) এ উপকরণের সংজ্ঞা রয়েছে। একই আইনের ধারা ৪৬ এ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ সম্পর্কিত বিধিবিধান বর্ণিত। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (১৯) নিম্নে বর্ণিত হলো, “উপকরণ কর” (Input Tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসাবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর” আপিলকারী উপকরণের পরিধি নির্ধারণ সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-২৩/মুসক/২০১৯ তারিখ ২৬-১০-২০১৯ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে উক্ত আদেশে পরিবহণ সেবা খাত অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পরিবহণ সেবা খাতে রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন যা অগ্রহণযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম

তফসিলের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে, পরিবহন সেবা ড্যাটমুক্ত। পরিবহন সেবা হলো, যাত্রী পরিবহন সেবা, পণ্য পরিবহন সেবা, এয়ার লাইনস ও এ্যাম্বুলেন্স সেবা (রোগী ও লাশ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত)। তবে, পরিবহন সেবার মধ্যে কতিপয় সেবার ওপর ড্যাট প্রযোজ্য রয়েছে; সেগুলো হলো: এসি বাস, এসি লঞ্চ, এসি ট্রেন, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, পরিবহন ঠিকাদার, কুরিয়ার সার্ভিস, চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার এবং এ্যাম্বুলেন্স কর্তৃক রোগী ও লাশ ছাড়া অন্য কোনো কিছু পরিবহন করা। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ড্যাট নিবন্ধিত ব্যক্তি ড্যাটযোগ্য পরিবহন সেবা ক্রয় করে, তাহলে উপকরণ কর রেয়াত পাবে কিনা। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না তা আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত হয়েছে। উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) অনুসারে, পরিবহন সেবা যদি উপকরণ হয়, তাহলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। ফলে আপিলকারীর প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না, কারণ পরিবহন সেবা হলো তার উপকরণ। আপিলকারী এখানে আইনের অসত্য ও অপব্যাক্যার দ্বারা রেয়াত বাতিল কে আইনানুগ নয় মর্মে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

১৭. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর (১) এর দফা (গ), (ঙ), (চ), (ড) অনুসারে পরিবহন সংক্রান্ত সেবা ক্রয়ে আইন প্রতিপালনের উল্লেখ করেছেন। আপিলকারীর বর্ণনা তথ্য বিষয়ক কোন মন্তব্য নেই।

১৮. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী পুনরায় আইন অনুযায়ী পরিবহন সেবা বলতে কি বুঝায় এবং তা রেয়াতযোগ্য হবে কিনা তার বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজনীয় মন্তব্য অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ এ করায় পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হলো।

১৯. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিলের ২য় খণ্ডের ৫ এর (খ) তে পরিবহন ঠিকাদারকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে মর্মে ভ্রান্ত দাবী করেছেন এবং এস আর ও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক তারিখ ১৩ জুন ২০১৯ এর মাধ্যমে S-০৪৮.০০ অংশে পরিবহন ঠিকাদারের ব্যাক্যা/সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে মর্মে

উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপিলকারী প্রথম তফসিলের ২য় খণ্ড এর শিরোনাম “মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত” লক্ষ্য করেননি এবং উক্ত ২য় খণ্ডের ৫ এর (খ) তে পরিবহন ঠিকাদারকে পরিবহন সেবার বাইরে নয় প্রকৃতপক্ষে শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, পরিবহন ঠিকাদার ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যতীত পণ্য পরিবহন সেবা মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আপিলকারী আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

২০. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারী আইনের অপব্যাক্যায় সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ এর আলোচ্য রেয়াত গ্রহণকে আইনানুগ মর্মে দাবী করেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। একইসাথে আপিলকারী মূল্য সংযোজন কর প্রদান যে একটি সময়ে সময়ে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী স্ব-নির্ধারিত ড্যাট প্রদান ব্যবস্থা তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় ১৯৯১ সালে বলবত আইন অনুযায়ী পূর্বের” রেয়াত গ্রহণ এবং ২০১৯ সালে বলবত আইন অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। আর কোন মন্তব্য নাই।

২১. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, মূসক রিটার্ন দাখিল করার সময়ে বা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস থেকে কোন আপত্তি প্রদান করা হয় নাই ফলে পরবর্তীতে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না মর্মে আপিলকারী যে প্রচলিত দাবী করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৯৩ তে বর্ণিত আইন নিম্নে বর্ণিত হলোঃ “কোন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি একই কর মেয়াদের জন্য দুইবার নিরীার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি না কমিশনারের নিকট নিভর”যোগ্য তথ্য থাকে বা তাহার বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি নিরীতি কর মেয়াদে ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি উপস্থাপন করিয়া প্রতারণার মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়াছেন। ফলে মূসক রিটার্ন দাখিলকালে বা পরবর্তীতে আপত্তি উত্থাপন হয়নি বলে পরবর্তীতে তার মূসক প্রদান কার্যক্রম নিরী বা যাচাই আর করা যাবে না মর্মে আপিলকারীর দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু, ড্যাট অনলাইন সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার মূসক রিটার্ন বিনা বাধায় গৃহীত হওয়ায় আইন বহির্ভূতভাবে তার রেয়াত লাভ করেছে গ্রহণ বৈধতা মর্মে আপিলকারীর দাবী অবান্তর।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

২২. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিতে রক্ষিত দলিলাদি এবং আপীলকারী ও রেসপনডেন্টপক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদের দাখিলপত্র যাচাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মোতাবেক আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে গৃহীত রেয়াত বাবদ ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা কর নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে শুনানীতে আহ্বান করা হয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে (কোভিড-১৯) সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের কারণে শুনানী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে গত ২৩-৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে প্রতিনিধি লিখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। লিখিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন যে, 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ পরিবহণ সেবা খাত রেয়াতযোগ্য ছিল। অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সালের ৯০ নং আইন) এ পরিবহণ সেবা খাত রেয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবর্তী সময়েও সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডকে পরিবহণ সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এই কারণে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক ৪.৩) তে পরিবহণ সেবা অন্তর্ভুক্ত করে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করে। আলোচ্য দাখিলপত্র, পরীক্ষা প্রতিবেদন, শুনানীতে প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির প্রদত্ত বক্তব্য এবং এলটিইউ এর প্রতিনিধিগণের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের লিখিত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য ছিল না; কারণ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিবহণ সেবার বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের কোন বিধান ছিল না; আবার জুলাই/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মেয়াদে পরিবহণ সেবার বিপরীতে ৮০% রেয়াত গ্রহণের বিধান ছিল। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উভয় মেয়াদেই পরিবহণ খাতে ১০০% রেয়াত গ্রহণ করেছে। অতএব, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষে বিরুদ্ধে আনীত/ উত্থাপিত ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত আপত্তিটি সঠিক ছিল। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ করমেয়াদে ৩৭,০৭,১৬০.০০ (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাত হাজার একশত ষাট) টাকা রেয়াতের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) অনুসারে দাবীনামাটি চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত কর নির্ধারণী নোটিশে ১,৪৯,০৭০ টাকা বেশী কর

নির্ধারণ করা হয়েছে মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে নির্ধারিত করের পরিমাণ সংশোধনপূর্বক সংশোধিত কর নির্ধারণী নোটিশ জারির অনুরোধ জানিয়ে গত ২০-৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আপত্তি-আমলে নিয়ে এলটিইউ কর্তৃক অধিকতর স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত কর নির্ধারণের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে ২৯-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শুনানীর দিনগণ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লিখিত বক্তব্য দাখিলপূর্বক লিখিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। লিখিত বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন যে, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহন সেবাখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত রেয়াত এবং একই সময়ে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক কর্তৃক সরবরাহকৃত সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের বিশেষ প্রতিবেদনের মধ্যে সমন্বয় করলে ১,৪৯,০৭০ টাকার পার্থক্য পরিলভি হয়। ফলে ধার্যকৃত কর ৩৭,০৭,১৬০.০০ টাকা থেকে পার্থক্যজনিত কর ১,৪৯,০৭০.০০ টাকা বাদ দিয়ে ৩৫,৫৮,০৯০.০০ টাকা নির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। তদুপরি, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ এ উপকরণের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৩/মূসক/ ২০১৯ তারিখ ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উপকরণের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত পণ্য/সেবাসমূহের বিপরীতে মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। উক্ত আদেশে পরিবহন খাত অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ পরিবহন সেবাখাতে রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬(৩)(ঘ) অনুসারে পরিবহন সংক্রান্ত সেবা ক্রয়ে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত নেয়া যাবে না, তবে তার মধ্যে পরিবহন সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ সেবাসমূহ করযোগ্য যথা: (ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (তাপানুকূল) বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সার্ভিস (খ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী (গ) শিপিং এজেন্ট (ঘ) ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স (ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (খাদ্য পরিবহন ব্যতীত) (চ) কুরিয়ার সার্ভিস (ছ) চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া। বর্ণিত (ক) - (চ) পর্যন্ত ৭টি সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে এবং এগুলো পরিবহন সেবা এর আওতাভুক্ত নয়। কারণ প্রথম তফসিলের ২য় খন্ডের ক্রমিক ৫ এর (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর বন্ধনীস্থিত বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সেবার বাইরে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পরিবহন খাতে

পরিশোধিত উপকরণ করের উপর রেয়াত গ্রহণে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই মর্মে তারা উল্লেখ করে পরিবহন সেবাখাতে গ্রহীত রেয়াতের উপর কর নির্ধারণী নোটিশ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। আলোচ্য দাখিলপত্র পরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিবহন ঠিকাদার খাতটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ আইন, ২০১২ প্রবর্তনের অর্থবৎসরে অর্থাৎ ১লা জুলাই/২০১৯ হতে ৩০ শে জুন/২০২০ মেয়াদে রেয়াতযোগ্য ছিল না। মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপধারা ৩ এর দফা (ঘ) অনুযায়ী কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না যদি উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে পরিবহন ঠিকাদার খাতের ৮০% রেয়াতযোগ্য করা হয়। প্রতিষ্ঠান উভয় বছরেই রেয়াত গ্রহণ করেছে যার হিসাব গণনায় জুলাই/২০১৯, সেপ্টেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০ মাসের গানিতিক ত্রুটি থাকায় ১,৪৯,০৭০ টাকা বেশি দাবী করা হয়েছিল। অতএব, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩১ এর বিধান মোতাবেক জারীকৃত কর নির্ধারণী নোটিশে উল্লিখিত পাওনা দাবীর পরিমাণ সংশোধনপূর্বক ৩৫,৫৮,০৯০ (পয়ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নব্বই) টাকা চূড়ান্ত করে আদেশ প্রদান করা হয়।

২৩. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (১৯) মোতাবেক উপকরণ কর এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে,

“উপকরণ কর” (Input Tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসাবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর”। আপিলকারী উপকরণের পরিধি নির্ধারণ সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-২৩/মূসক/২০১৯ তারিখ ২৬-১০-২০১৯ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে উক্ত আদেশে পরিবহন সেবা খাত অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পরিবহন সেবা খাতে রেয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন যা অগ্রহণযোগ্য। কেননা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুচ্ছ আইন, ২০১২ এর প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে, পরিবহন সেবা ভ্যাটমুক্ত। পরিবহন সেবা হলো, যাত্রী পরিবহন সেবা, পণ্য পরিবহন সেবা, এয়ার লাইনস ও এ্যাম্বুলেন্স সেবা (রোগী ও লাশ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত)। তবে,

পরিবহন সেবার মধ্যে কতিপয় সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে; সেগুলো হলো: এসি বাস, এসি লক্ষ, এসি ট্রেন, যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, পরিবহন ঠিকাদার, কুরিয়ার সার্ভিস, চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার এবং এ্যাম্বুলেন্স কর্তৃক রোগী ও লাশ ছাড়া অন্য কোনো কিছু পরিবহন করা। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ভ্যাট নিবন্ধিত ব্যক্তি ভ্যাটযোগ্য পরিবহন সেবা ক্রয় করে, তাহলে উপকরণ কর রেয়াত পাবে কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না তা আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত রয়েছে। উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) অনুসারে, পরিবহন সেবা যদি উপকরণ হয়, তাহলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। ফলে আপিলকারীর প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত পাবেন না, কারণ পরিবহন সেবা হলো তার উপকরণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, আপিলকারী এখানে আইনের অসত্য ও অপব্যখ্যার দ্বারা রেয়াত বাতিলকে আইনানুগ নয় মর্মে দাবী করেছেন, যা যথাযথ ও আইনানুগ নয়। এত্রে কমিশনার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ যথাযথ ও আইনানুগ বলে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

২৪. সার্বিক পর্যালোচনায় ট্রাইব্যুনাল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৫-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৪.২১/২৯১৫ দ্বারা প্রদত্ত আদেশ আইনানুগ বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আপীল আবেদনটি নামঞ্জুরযোগ্য। উল্লিখিত অবস্থায় এই বিচার্য বিষয়দ্বয় আপীলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র আপীলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে গুনানীঅন্তে নামঞ্জুর করা হলো। কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ১৫-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৭১.০১.০০৪.২১/২৯১৫ এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed. তারিখ ০৮.০৮.২০২১